গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

১। প্রকল্পের নাম : **"কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পূনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মান (২য় সংশোধিত)"**

২। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ প্রকল্প

৩। অর্থায়ন : জিওবি।

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : রেলপথ মন্ত্রণালয়

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে

৬। প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা
ঢাকা	রাজবাড়ী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ	কালুখালী, বালিয়াকান্দী, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, কাশিয়ানী এবং গোপালগঞ্জ সদর

৭। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
মূল অনুমোদিত	:	১১০১৩২.৮০	১১০১৩২.৮০	-
১ম সংশোধিত	:	২০২৩৭২.৬৩	২০২৩৭২.৬৩	-
২য় সংশোধিত		২১১০২৬.৯২	২১১০২৬.৯২	-

৮। **বাস্তবায়নকালঃ**

মূল অনুমোদিত	:	০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ১ম বার	:	০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫
১ম সংশোধিত	:	০১-১০-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১৭
২য় সংশোধিত		০১-১০-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১৮

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

পোড়াদহ-গোয়ালন্দ ঘাট মেইন লাইন সেকশন থেকে শাখা স্থাপন করে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৩২ সালে কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ঘাট সেকশন (৮০.২৫ কিঃমিঃ) যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বিভাগটি ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। তহবিলের স্বল্পতার কারণে বিভাগটি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়নি এবং এমন একটি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল যে এটি ট্রেন পরিচালনার জন্য অনিরাপদ হয়ে পড়ে যার ফলে ১৯-০৭-১৯৯৭ তারিখে সেকশনটি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কম হারে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা হয়েছে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে রেল সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জাতীয় পরিবহন অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ প্রদান করবে। প্রস্তাবিত ট্রান্স-পদ্মা রেল সংযোগটি সম্ভবত ১ম পর্বে ঢাকা-মাওয়া-জাজিরা-ভাঙ্গা এবং ২য় পর্বে ভাঙ্গা ১০ যশোর রুটটি নিয়ে যাবে পূর্বোক্ত রুটটি "কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনে ভাটিয়াপাড়া বা নিকটবর্তী স্থান অতিক্রম করবে। সুবিধা পেতে এই রুট থেকে পরিত্যক্ত কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন ও বিআর-এর বিদ্যমান ও ভবিষ্যত নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য পুনরায় চালু করা প্রয়োজন। বর্তমানে জাতির পিতার জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়ার সাথে কোন রেল যোগাযোগ নেই; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং যেখানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য তার আত্মত্যাগের স্মরণে জাতির পিতার কবরের উপর একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশের মানুষ ও পর্যটকরা প্রায়শই টুঙ্গিপাড়ায় অন্য পথে আসেন। জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যানবাহন চলাচল।কিন্তু রেল যোগাযোগের অভাবে দর্শনার্থীরা অন্যান্য ব্যয়বহুল পরিবহন সুবিধা নিতে বাধ্য হয়।মানুষের প্রচন্ড ভিড়

এবং পর্যটকরা বিশেষভাবে জাতীয় দিবসে স্থান নেয় যখন তারা জাতির পিতার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও পরিত্রাণের জন্য সরে যায়। তুলনামূলক কম খরচে জনগণ এবং পর্যটকদের নিরাপদ ও আরামদায়ক চলাচলের সুবিধার্থে, এটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ। কাশিয়ানী থেকে টুঙ্গিপাড়ার নতুন ট্র্যাক। "৭১" পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে এক্সেস রোড ও রেললাইন নির্মাণের বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ১১-০৬-২০০৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঢাকা-ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা-যশোর রেল সংযোগ নির্মাণের জন্য দুটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ, পাচুরিয়া-ফরিদপুর-পুকুরিয়া পুনরায় চালু এবং ভাঙ্গা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ঘাট পুনরায় চালু এবং টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভাঙ্গা-বরিশাল রেল সংযোগ নির্মাণ।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া বন্ধ সেকশনটি পুনর্বাসনের মাধ্যমে পুনঃচালুকরণ;
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান ও সমাধিস্থলখ্যাত টুঙ্গীপাড়া উপজেলাকে বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কাশিয়ানী থেকে গোপালগঞ্জ হয়ে পাটগাতি পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করা; এবং
- স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ, আরামদায়ক, স্বল্পব্যয়ে ও পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ সুবিধা প্রদান।

১১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ডব্লিউডি-১: কালুখালী থেকে ভাটিয়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত এ্যাপ্রোচ সেচ এন্ড ব্যাংক মেরামতসহ ৭৫.৫০ কিঃমিঃ মেইন লাইন এবং ৬.৫০ কিঃমিঃ লুপ লাইন পুনর্বাসন।
- ডব্লিউডি-২:কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ সেকশনের ৩২.৩৬৫ কিঃমিঃ মেইন লাইন এবং ৫.০০ কিঃমিঃ লুপ লাইন, ৪টি স্টেশন, ৪১টি সেতু, ১৬টি লেভেল ক্রসিং, ৬টি আন্ডারপাসহ ১টি ফ্লাইওভার নির্মাণ ইত্যাদি।
- ডব্লিউডি-৩: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ঘাট সেকশনের স্টেশন বিল্ডিং, প্লাটফরম ও প্লাটফরম শেড, আবাসিক ভবন পুনর্বাসন/নির্মাণ।
- ডব্লিউডি-৪: গোপালগঞ্জ-গোবরা-পাটগাতি (টঙ্গীপাড়া) সেকশনে ১১.৩১৭ কিঃমিঃ মেইন লাইন, ৩ কিঃমিঃ লুপ লাইন, ২টি স্টেশন, ১২টি লেভেল ক্রসিং এবং ১৮টি সেতু নির্মাণ ইত্যাদি।
- ডব্লিউডি-৫: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ঘাট সেকশনের ১১১টি সেতু-এর মেরামত কাজ।
- ডব্লিউডি-৫/এ: কালুখালী হতে ভাটিয়াপাড়া ঘাট সেকশনের সেতুসমূহের জন্যা স্ট্যান্ডার্ড গার্ডার উৎপাদন, সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ।
- ডব্লিউডি-৬: কাশিয়ানী-টঙ্গীপাড়া সেকশনে কুমার নদীর ওপর একটি ১৮০ মিটার সেতু নির্মাণ।
- ডব্লিউডি-৭: এসএসএই/ওয়ে/নলিয়াগ্রাম এর অফিস এবং গোডাউন পুনঃনির্মাণ, গ্যাংহাট, রামদিয়া স্টেশনের এ্যাপ্রোচ রোড, কাশিয়ানীতে ষ্টাফ কোয়ার্টার এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারিদের বাসাবাড়িতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ইত্যাদি।
- ডব্লিউডি-৮: ঘোড়াখাশী এবং বনমালীপুর-নড়াইল খান স্টেশনের প্লাটফরম ও প্লাটফরম শেড নির্মাণ।
- ডব্লিউডি-৯: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের স্টেশনসমূহের নন-ইন্টারলকড, কালার লাইট সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপন।
- ডব্লিউডি-১০: কাশিয়ানী-টঙ্গীপাড়া সেকশনের স্টেশনসমূহের নন-ইন্টারলকড, কালার লাইট সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপন।
- ডব্লিউডি-১১: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন কাজ।
- ডব্লিউডি-১২: কাশিয়ানী-টঙ্গীপাড়া সেকশনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ।
- ডব্লিউডি-১৩: কালুখালী এবং ভাটিয়াপাড়া ঘাট স্টেশনের ওয়াটার হাইড্রেন লাইন স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ডব্লিউডি-১৪: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ঘাট সেকশনের স্টেশন ভবনসমূহে সোলার পাওয়ার সিস্টেম স্থাপন।
- ডব্লিউডি-১৫: টেলিযোগাযোগ সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য মধুখালী এবং কাশিয়ানী স্টেশন এলাকায় ০২ (দুই)টি (ডি/আই মাক্স) রুম নির্মাণ।
- ডব্লিউডি-১৬: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনে স্টেশনসমূহের এ্যাপ্রোচ রোড ও ইয়ার্ড লাইটিং সিস্টেম স্থাপন।

১২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

১২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ;

১২.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও

১২.৩ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে সকল বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ের বেশী (time over run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (cost over run) এর কারণগুলি (যদি থাকে) বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। বিশেষত দরপত্র ব্যবস্থাপনায় পিপিআর-২০০৮ এ নির্ধারিত সময়ের বেশী ব্যয় হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা;

১২.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

১২.৯ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১১ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবাযন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদি SWOT ANALYSIS;

১২.১২ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন

১২.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১২.১৪ সমীক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন Professional Proof Reader কর্তৃক যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

১২.১৫ নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১২.১৬ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১৩। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ**

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার।	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টিম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা রেলওয়ের নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার।	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • প্রকল্পের বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	(গ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যাল ও টেলিকম)	বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়। স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার।	• রেলওয়ের সিগনালিং/টেলিকম কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/গ্রামীন ও নগর পরিকল্পনা/ পরিসংখ্যান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; • জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নালে কমপক্ষে ০৫ টি প্রকাশনা থাকতে হবে;

নোট

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টীম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টীম লিডার এ কাজের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক টীমের প্রতি সদস্যের সাথে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল কমিটির সভা ১২ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১০০ কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৫। **আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

২৮.০৯.২০২৩

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
উপপরিচালক (উপসচিব)